দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..14 APR 201[illegible]...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...6...

প্রহসনের কওমী শিক্ষা কমিশন জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বেফাকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত
-বেফাক সভাপতি ও নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার : বেফাক সভাপতি আল্লামা আহমাদ শফিসহ কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন জেলা নেতৃবৃন্দ বলেছেন, যারা কাওমী মাদরাসার জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখে তারা যুগে যুগে কওমী আলেমদের দ্বারা গড়ে তুলা বেফাককে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছে। তাদের প্রহসনের কওমী শিক্ষা কমিশন জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থি। গতকাল বেফাক বিবৃতিতে তারা বলেন-প্রহসনের এই কমিশন গঠন করে মাঝ পথে তরী ডুবিয়ে দিয়ে ওরা পালিয়ে যাবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে মাদরাসা পরিচালনায়। পালিয়ে গেলে তখন দায় নেওয়ার কেউ থাকবে না। বেফাকের মাধ্যমে অর্জিত মাদরাসার জাতীয় ঐক্য নিশ্চিহ্ন হবে। সারাদেশে ৯০% কওমী মাদরাসার ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বেফাকের প্রণীত সিলেবাস, পাঠ্যসূচী চালু আছে। এছাড়াও সর্বোচ্চ শিক্ষা সনদ তাকমিল (এম এ সমমান) পর্যন্ত শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করছে বেফাক। প্রতি বছরই সারা দেশে প্রায় একলাখ ছাত্র-ছাত্রী ৮ স্তরে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ, হল পর্যবেক্ষণ (লাখ লাখ) খাতা দেখা, ফলাফল প্রকাশ ও সনদ বিতরণের বিশাল কাজটি বেফাক সূচনা থেকেই করে আসছে। দেশের সকল মাদরাসা মসজিদ মক্তব, ও ধর্মীয় সকল প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ যোগ্য সার্টিফিকেট এই বেফাকের দেওয়া সনদ। বিবৃতিদাতারা বলেন প্রহসনের কমিশন চালু হলে ভেঙ্গে পড়বে বেফাক কেন্দ্রীক কওমী মাদরাসার নিয়ন্ত্রন রক্ষা ও পরিচর্যা। তাই কওমী মাদরাসার শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হলে বেফাকের সভাপতি আল্লামা আহমাদ সফির স্বাক্ষরিত তালিকা বেফাকের মাধ্যমে চূড়ান্ত করে কমিশন পূনর্গঠন করতে হবে। বাদ দিতে হবে মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ও মাওলানা রুহুল আমিনকে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কওমী মাদরাসার স্বীকৃতির আন্দোলন বেফাক শুরু করেছে, অবিরাম আন্দোলনের পথে চলে আজ যখন ফসল ঘরে তুলার সময় হয়েছে তখনই অলিক স্বপ্নের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার হীন মানসিকতা নিয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন একদল শেকড়হীন আলেম। নেতারা বলেন-যারা এযাবত পর্যন্ত ফুল, কিন্ডার গার্টেন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তারা হঠাৎ কওমী মাদরাসার শিক্ষা কমিশন নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা নিঃসন্দেহে রহস্যজনক। আমরা এসব হীন মানসিকতার আলেমদের বাদ দিয়ে আল্লামা আহমাদ সফির স্বাক্ষরিত তালিকায় কমিশন চাই। তা না হলে অচিরেই কঠোর কর্মসূচীর ঘোষনা আসবে। বিবৃতি প্রদানকারী আলেমগন হলেন, আল্লামা শাহ আহমেদ শফি, সভাপতি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী, শাইখুল হাদীস কাসেমুল উলুম মাদরাসা, কুমিল্লা, সহ-সভাপতি, আল্লামা আনোয়ার শাহ সহ-সভাপতি, হযরত মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী প্রিন্সিপাল বারিধারা মাদরাসা, সহ-সভাপতি হযরত মাওলানা মোস্তফা আযাদ, প্রিন্সিপাল, আরজাবাদ মাদরাসা, মিরপুর, সহ-সভাপতি হযরত মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী মুহাদ্দিস হাটহাজারী মাদরাসা, নির্বাহী সদস্য হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার, মহাসচিব, হযরত মাওলানা আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, সহকারী মহাসচিব, হযরত মাওলানা মাহফুযুল হক, প্রিন্সিপাল, জামেয়া রহমানিয়া মোহাম্মদপুর, সহকারী মহাসচিব, হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য, হযরত মাওলানা মুফতী ওমর ফারুক সন্দীপী, নির্বাহী সদস্য, মাওলানা শফিউল্লাহ, প্রিন্সিপাল পীরজঙ্গি মাদরাসা, মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ, প্রিন্সিপাল তেজগাঁও মদ্রাসা, মুফতি মনিরুজ্জামান, প্রিন্সিপাল, বায়তুন নূর মাদরাসা, মাওলানা রশিদ আহমেদ, প্রিন্সিপাল, মেরাজনগর মদ্রাসা, মাওলানা আবুল বাশার নোমানী, প্রিন্সিপাল, জামিউল উলুম, মিরপুর-১৪, মাওলানা আনোয়ার শাহ, ভাইস প্রিন্সিপাল, মালিবাগ জামিআ, মাওলানা গোলাম মোস্তফা, প্রিন্সিপাল, বানরগাতী, মাওলানা সাজিদুর রহমান, প্রিন্সিপাল, দারুল আরকাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাওলানা জামাল উদ্দিন, মোমেনশাহী, মাওলানা আব্দুর রহমান হাফিজ্জি, মোমেন শাহী, মাওলানা আবু মুসা, প্রিন্সিপাল চৌধুরীপাড়া মদ্রাসা, মাওলানা আনোয়ারুল করিম, যশোর, মাওলানা সাইদ নূর, প্রিন্সিপাল মিতারা মাদরাসা, মানিকগঞ্জ ও বাংলাদেশ কওমী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মাওলানা [illegible]আমার।